দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সার্ক এ অঞ্চলের আশার প্রতীক

(১ম পৃঃ পর)

কথা। মহেঞ্জদারো, অনুরাধাপুর, তাজমহল, পাতান, কি-চু, ময়নামতি এবং মক্কার মসজিদের ঐতিহ্যও বাদ পড়েনি তাঁদের বক্তৃতা থেকে।

একই সঙ্গে এসেছে প্রতিটি দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার প্রশ্ন, বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়ে ফেলার তাগিদ। কোন কোন রাষ্ট্র প্রধান বলেছেন, সহযোগিতার মাধ্যমে সমঝোতা ও বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে যেতে হবে যাতে বড় দেশ এবং ক্ষুদ্র দেশের সার্বভৌম সমতার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তার জন্যে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের ভূয়শী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

তারা আরও বলেন যে সার্ক বাংলাদেশের প্রচেষ্টার ফল। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রথম এই উদ্যোগ নেন। তাঁর উদ্যোগ সমর্থন করে সহযোগিতা দেন ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিপুল করতালির উৎফুল্ল পরিবেশে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা জাতীয় সংসদের অধিবেশন হলে প্রবেশ করেন দশটা চল্লিশ মিনিটে। চারটি ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের পর প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলি স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এখনও বাকী। সার্ক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে এই অঞ্চলের মানুষের কাছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সমস্যার অভিজ্ঞতা থেকেই সার্ক গঠিত হয়েছে। যৌথ উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সমঝোতাই সার্কের লক্ষ্য। তিনি বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা কোনভাবেই কোন সদস্য দেশের দ্বিপক্ষীয় এবং বহুমুখী প্রতিশ্রুতি বিঘ্নিত করবে না।

তিনি বলেন, দক্ষিণ এশীয় জনগণ সহযোগিতার নতুন ফোরাম গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। সম্ভবতঃ তাদের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা উত্তরকালের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ কাঠামো সার্কের মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে তোলা যাবে। সংকীর্ণ চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে একটা নতুন সৃজনশীল আশার প্রতীক হিসবে সার্কের সৃষ্টি হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্যে সার্ক গঠনের উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান প্রথম একটি আঞ্চলিক ফোরামের কথা বলেছিলেন। শীর্ষ সম্মেলন সেই ধারণারই প্রতিফলন। সমস্ত দ্বিধা, ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ, ভয় এবং উদ্বেগ দূর করার ক্ষেত্রে সাতটি দেশের এই সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন উন্নয়নশীল দেশগুলি গত কয়েক বছর ধরে এক অস্বাস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির দিল্লী শীর্ষ বৈঠকে এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার তাগিদ দেয়া হয়েছে। এই তাগিদের আলোকে সার্ক গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কারণ প্রচুর সম্ভাবনা ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মত প্রকট দারিদ্র কোথাও নেই। উড়িরচরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সেখানে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, তবুও এর মূল কারণ দীর্ঘকালের বঞ্চনার মধ্যেই নিহিত। তিনি প্রশ্ন করেন, কত কাল আর আমরা এভাবে প্রকৃতির হাতে মার খাবো?

রাজা ওয়াংচুক

ভুটানের তরুণ রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক তাঁর বক্তৃতায় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার ... কোনক্রমেই অরাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রাখা যাবে না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাজনীতি আসবেই। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবেশই দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করবে, কাজেই তাঁর মতে, এক দেশের প্রতি অন্য দেশের ভয়-ভীতি, সন্দেহ ও অনাস্থা দূর করার মধ্যেই সহযোগিতার সাফল্য নির্ভর করছে।

রাজা ওয়াংচুক বলেন, শীর্ষ পর্যায়ে আমরা শান্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজনে এই অঞ্চলে পারস্পরিক সমঝোতা, শুভেচ্ছা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে আলোচনা করবো। তবে, রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান, বড় ছোট প্রশ্ন এবং সম্পদের পার্থক্যের দরুন কাজটি খুব সহজ নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ঘনীভূত হচ্ছে বলে ভুটানের রাজা উল্লেখ করেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবনের আশংকাও দেখা যাচ্ছে। তিনি অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে, এই অশনিসংকেত দূর করার আহবান জানান।

রাজীব গান্ধী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শীর্ষ সম্মেলনকে এশিয়ার পুনরুত্থানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সোনার বাংলাদেশের রাজধানী আজ একটি প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠনের জন্ম প্রত্যক্ষ করছে।

রাজীব গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় বলেন ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বৈপরীত্যকে স্বাগত জানায় এবং সার্বভৌম সমতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক সিস্টেম এক নয়। তবুও আমরা অভিন্ন দক্ষিণ এশীয় চেতনার অংশীদার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সার্ক গঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন, সহযোগিতার কর্মসূচী থেকে আমরা একটা সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করছি। এই সংগঠনের মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের দিল্লী ঘোষণাকেই বাস্তবে রূপ দেয়া হলো।

তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেন যে সার্ক নিজ নিজ বৈদেশিক নীতিতে একটা নতুন সংযোজন: অভিন্ন আঞ্চলিক পরিচিতির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলা নয়। তিনি বিরক্তিকর উত্তেজনা ও পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে সাতটি দেশের দূরে থাকার কথা বলেন।

রাজীব গান্ধী বলেন, আমরা এক সংঘাতময় সময়ের মধ্যে বাস করছি। দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতার পথ উদ্ভাসিত করে তুলেছে। আমাদের এই প্রচেষ্টা বহুপক্ষীয় এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার শক্তিকেই জোরদার করে তুলবে। তিনি বলেন আমরা এই দক্ষিণ এশীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে আনন্দিত।

মামুন আবদুল গাইউম

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অন্ত-নির্ভরশীল আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন এখন সব দেশই অনুভব করছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতার সাফল্য হিসাবে তিনি ইইসি এবং আসিয়ানের দৃষ্টান্ত দেন।

একইভাবে সার্ক দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রগতি, স্থিতিশীলতা ও সদস্য দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজা বীরেন্দ্র

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রতি অভিন্ন শ্রদ্ধাশীলতা থাকলেও এটা সত্য যে শক্তিসমূহের দ্বারা বিভেদ সৃষ্টির কারণে এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বিপদ ও হুমকি আসতে পারে।

দেশগুলোর আয়তন অবস্থান, জনসংখ্যা সম্পদ ও উন্নয়নের স্তরের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করে রাজা বীরেন্দ্র বলেন, গ্রহণযোগ্য সমঝোতার নীতির ভিত্তিতে আমাদের দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা আমাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে এসেছে। একের জন্যে নয় পুরো অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের জন্যে আমাদের একটি পরিবেশের মধ্যে যাওয়া দরকার।

রাজা সাধারণ বোধ ও কঠোর বাস্তবতার ভিত্তিতে এই সমাবেশ থেকে একটি কর্মক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, নেপালের বিশাল পানি সম্পদকে কোটি কোটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের জন্যে ব্যবহার করা যেতে

জিয়াউল হক

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, সার্ক অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহত্তর সমঝোতার দ্বার উন্মোচন করবে। দূরে করবে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং সন্দেহ। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্যে তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া এর জন্যে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং পরস্পরের প্রতি শক্তি প্রয়োগের হুমকী দেয়া বাদ দিতে বলেন। তিনি বলেন, আমরা পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলের পদক্ষেপও নিতে পারি। এছাড়া সার্ক সদস্যের উপর সাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন যেকোন ইস্যুতে যৌথ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

জয়বর্ধন

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন সার্কের সাফল্যের দায়িত্ব ভারতের উপর অর্পণ করেছেন।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সার্ক সফল করার জন্যে প্রথমতঃ আমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে। ভারত সর্বদিক থেকে বড়। সার্কের সাতটি দেশের মধ্যে ছয়টি একত্র করলে যা হবে, আয়তনে ভারত তার চেয়েও বড়। কাজেই কথায় এবং কাজে ভারতকে আমাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। জয়বর্ধন বলেন, রাজীব গান্ধীর উপর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে। তিনি নিশ্চয় আমাদের হতাশ করবেন না।

দৈনিক বাংলা

A 17

তারিখ 04 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উপরের সারিতে উপবিষ্ট সাত নেতা– (বাম থেকে) জিয়াউল হক, মামুন আবদুল গাইয়ুম, ওয়াংচুক, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, রাজীব গান্ধী, রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব এবং জুনিয়াস জয়বর্ধন

৭ দেশের শীর্ষ সম্মেলন উদ্বো

সার্ক এ অঞ্চলের

॥ অধিকরণ ॥

পাঁচ বছরের ... শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন 'সার্ক'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার এই সংগঠনকে এই অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাংখার প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন।

সমঝোতা ও হৃদ্যতার উষ্ণ পরিবেশে জাতীয় সংসদ ভবনে গতকাল সকালে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের বর্ণাঢ্য শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই অধিবেশনে ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন বক্তৃতা করেন।

রাষ্ট্র নায়কদের বক্তৃতায় সার্ক গঠনের প্রেক্ষাপট হিসাবে এসেছে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের হাজার বছরের ঐতিহাসিক যোগসূত্র, অভিন্ন সংস্কৃতি এবং দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও রোগ-ব্যাধির সমস্যার কথা। তারা বর্ণনা করেছেন হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উল্লেখ করেছেন ভারত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপের

১০-এর পৃঃ দ্রঃ

সার্ক নেতাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

আগামী নবেম্বরে দিল্লীতে পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন

॥ নিজস্ব রিপোর্টার ॥

সার্কভুক্ত সাতটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানগণ গতকাল রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রতি একবার শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা ঠিক করেছেন যে আগামী শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ১৯৮৬ সালের নবেম্বরে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে। তৃতীয় ... বৈঠক হবে ১৯৮৭ সালে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে।

গত সন্ধ্যায় শীর্ষ বৈঠকের প্রধান মুখপাত্র জনাব আবুল এহসান এক সংবাদ ব্রীফিং-এ জানান যে সাত জাতির সরকার প্রধানগণ আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সার্কভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ বছরে অন্ততঃ দুবার বৈঠকে বসবেন।

মুখপাত্র আরও বলেন যে সাত নেতা সর্বসম্মতভাবে সার্কের সনদ, ঘোষণাপত্র এবং প্রতীক গ্রহণ করেছেন। সনদ এবং ঘোষণাপত্র আগামীকাল স্বাক্ষর করা হবে।

মুখপাত্র উল্লেখ করেন যে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ সার্কের একটি সচিবালয় স্থাপনের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

FIRST SARC SUMMIT
DHAKA 1985

বাংলাদেশ চেয়ারম্যান

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ আগামী এক বছরের জন্যে সার্কের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে।

গতকাল শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্যে গঠিত সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান পদে ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক বাংলাদেশের নাম প্রস্তাব করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবটি বিপুল করতালির মাধ্যমে গৃহীত হয়।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 1 ...

B

রাজনৈতিক পরিবেশ গতি নির্ণয় করবে: ওয়াংচুক

সার্বভৌম সমতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি: রাজীব

সার্ক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে: গাইউম

দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ: বীরেন্দ্র

পারস্পরিক হুমকি বন্ধ করতে হবে: জিয়া

ভারতের উপর সব নির্ভর করছে: জয়বর্ধন

করলেন এরশাদ

আশার প্রতীক